গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ শাখা
মৎস্য ভবন, রমনা ঢাকা।
www.fisheries.gov.bd

স্মারক নং- ৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০১.১৯.২৭ তারিখ : ১৭ /০২/২০২৬ খ্রি.

বিষয় : **"অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬" অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

সূত্র: : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৫/০২/২০২৬ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৭.৯৯.০০১.২৪-৩৮ সংখ্যক স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ১৯/০১/২০২৬ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনান্তে "অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬" চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়।

এমতাবস্থায়, উক্ত নির্দেশিকা মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১৫ (পনেরো) পাতা।

১৭/০২/২০২৬
(ড. মোঃ আবদুর রউফ)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-২২৩৩৮২৮৬১
ইমেইল: dg@fisheries.gov.bd

পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা/চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা/ রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী/
খুলনা বিভাগ, খুলনা/সিলেট বিভাগ,সিলেট/বরিশাল বিভাগ,বরিশাল/ রংপুর বিভাগ,রংপুর/
ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ ।

স্মারক নং- ৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০১.১৯.২৭/(৫)/(৯) তারিখ : ১৭ /০২/২০২৬ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১. পরিচালক (অভ্যন্তরীণ মৎস্য), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
২. উপপরিচালক, ই-সার্ভিস এন্ড ইনোভেশন, মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন, ঢাকা (পত্রটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সকল)----------।
৪. সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা(সকল)----------।
৫. সহকারী পরিচালক (স্টাফ অফিসার), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬. অফিস কপি।

১৭/০২/২০২৬
(বরুন চন্দ্র বিশ্বাস)
উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)
ফোন: ০১৭১৫৫৭৬৮৯১
ইমেইল: borunbiswas19@gmail.com

আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ শাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৭.৯৯.০০১.২৪-৩৮

০২ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: "অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬" অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: মৎস্য অধিদপ্তরের ২৬/০১/২০২৬ তারিখের নং- ৩৩.০২.০০০০.১২১.০৬.০০১.১৯-১৫ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯/০১/২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনান্তে "অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬" চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, উক্ত নির্দেশিকাটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৮ (আট) পাতা।

১৫/০২/২৬

(ছাইদা আক্তার পরাগ)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০০৮১
ই-মেইলঃ fisheries-2@mofl.gov.bd

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১. উপদেষ্টার একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০২. সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবারয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৩. সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
০৪. অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
০৫. অফিস কপি/মাস্টার কপি।

D:\MIZAN 2023\কার্যবিবরণী ফরওয়ার্ড.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৬

ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্র.নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
২	সংজ্ঞা	১-৩
৩	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩
৪	আইনগত ভিত্তি	৪
৫	প্রয়োগক্ষেত্র	৪
	১ম অংশ (মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/ঘোষণা)	
৬	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব	৪
৭	প্রস্তাবিত মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ	৪-৫
৮	মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ	৫
৯	মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রক্রিয়া	৫
	২য় অংশ (মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা)	
১০	মৎস্য অভয়াশ্রমের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/খনন/সংস্কার	৬
১১	মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটিসমূহ	৬-১০
১২	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/খনন/সংস্কার ব্যয় সংক্রান্ত নির্দেশাবলী	১০-১১
১৩	উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা	১১
১৪	মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক নির্দেশনা	১১-১২
১৫	অভয়াশ্রমের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) সংরক্ষণ	১২
১৬	মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা	১২
১৭	মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম তত্ত্বাবধান	১২-১৩
১৮	বিবিধ	১৩
১৯	তথ্যসূত্র	১৩

ভূমিকাঃ

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে জলজসম্পদে সমৃদ্ধ এ দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন মৎস্যখাতের ওপর নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল। দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, প্লাবনভূমি ও পুকুর-দিঘি প্রাকৃতিকভাবেই অত্যন্ত উৎপাদনশীল এবং মাছ ও জলজ জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ । এ দেশের জলাভূমিতে মিঠাপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ি ছাড়াও বৈচিত্র্যময় জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মাছ ও ২৪ প্রজাতির চিংড়ি (সংকলন: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা) প্রাপ্তির বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বহুবিধ কারণে জলজ আবাসস্থল অবক্ষয়ের ফলে দেশীয় প্রজাতির অনেক মাছ হুমকির সম্মুখীন (Report of IUCN Bangladesh, 2015)। এ পরিস্থিতিতে জলজ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্যের অবাধ প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি তথা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সব ধরনের জলাশয় উৎপাদনমুখী ও জৈবিক ব্যবস্থাপনার (Biological Management) আওতায় আনা অপরিহার্য। এই ব্যবস্থাপনার অধিক কার্যকর যেসব প্রযুক্তি রয়েছে তার মধ্যে 'মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary)' স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ৬৬৯টি মৎস্য অভয়াশ্রম রয়েছে। অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মৎস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সংকটাপন্ন (Vulnerable) কিংবা বিলুপ্তপ্রায় (Nearly Extinct) প্রজাতি যেমন- রানি, ঢেলা, রিটা, চ্যাকা, গজার, ভাগনা, দেশি সরপুঁটি, তিত পুঁটি, গুতুম, গাং গুতুম, কাকিলা, টাটকিনি, ফলি, আইড়, বোয়াল, পোয়া, গুচি, বাইম, পাবদা, বাতাসি, চিতল, বৈরালী ইত্যাদি মাছের পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের টেকসই উৎপাদন (Sustainable Production) নিশ্চিতকরণে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নকল্পে জলাশয়ের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জেলে ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিচালনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সে আলোকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাই অভয়াশ্রম স্থাপন ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের সমন্বিত ও সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি যুগোপযোগী নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক।

২.০ **সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায় –

২.১ **'জলাশয়'** কোনো উন্মুক্ত অথবা বদ্ধ জলাশয় যথা - সমুদ্র, উপকূল, নদী, হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, দিঘি, হ্রদ, খাল, বিল, পুকুর অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বৃহৎ কোনো জলাশয়।

২.২ **'মৎস্য'** অর্থ সকল প্রকারের কোমল অস্থি ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মাছ ,স্বাদু পানির চিংড়ি, সামুদ্রিক চিংড়ি, উভচর প্রাণী স্বাদু পানির কচ্ছপ, সামুদ্রিক কচ্ছপ, খোলস বিশিষ্ট কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী, শামুক - ঝিনুক জাতীয় কোমলাঙ্গ প্রাণী, একিনোডার্মস (Echinoderms) এবং ব্যাঙের জীবন চক্রের সকল ধাপ।

২.৩ **'মৎস্য অভয়াশ্রম"** বলতে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে ঘোষিত যে কোনো জলাশয়ের অংশ বা সম্পূর্ণ জলাশয়, যেখানে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী সুরক্ষিত থাকে, একটি নিরাপদ ও উপযুক্ত পরিবেশে তারা প্রজনন, বংশবিস্তার ও স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে।

২.৪ **'জলমহাল'** অর্থ এমন জলাশয়কে বুঝাবে যেখানে বছরের একটি সময় বা সারা বছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দীঘি, খাল, নদী, সাগর ইত্যাদি নামে পরিচিত। এমন জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের কোনো নির্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকবে না;

২.৫ **'বাস্তুতন্ত্র' (Ecosystem)'** বলতে পরিবেশের জীব ও অজীব উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

২.৬ **'বাফার জোন'** অর্থ মূল অভয়াশ্রম অধিকতর সুরক্ষার জন্য উক্ত অভয়াশ্রমের চতুঃপাশে বা যেকোনো পাশে নির্ধারিত এমন স্থান, যে স্থানে নির্ধারিত সময়ের জন্য মৎস্য শিকারসহ কতিপয় কাজ নিষিদ্ধ থাকে;

২.৭ **'জেলে বা মৎস্যজীবী'** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোনো জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা অথবা নৌযান ব্যবহারপূর্বক সারা বৎসর অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে (ন্যূনতম ৪ মাস) মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে;

২.৮ **'ব্যবস্থাপনা'** অর্থ অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম;

২.৯ **'জেলে/ মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি'** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত জেলে/মৎস্যজীবীদের সংগঠন/ সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তর বা কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত বা অনুমোদিত;

২.১০ **'সমাজভিত্তিক সংগঠন'** অর্থ কোনো অভয়াশ্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের তীরবর্তী বা চতুষ্পার্শ্বের এলাকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গভেদে অভীষ্ট সুফলভোগী জনগোষ্ঠী ও মৎস্যজীবী/ জেলেদের অংশগ্রহণে গঠিত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংগঠন; এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো বিধিমালা বা প্রজ্ঞাপন বা সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে গঠিত কোনো বিশেষ ধরনের সংগঠনও সমাজভিত্তিক সংগঠন হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় (Ecologically Critical Area-ECA) গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group-VCG), মৌলভীবাজার জেলার হাইল হাওরের ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন (Resource

Management Organization-RMO):

২.১১ **'মৎস্য আইন'** অর্থ 'The Protection and Conservation of Fish Act. 1950' এবং এর উপর সংশোধনী অধ্যাদেশসহ প্রণীত ধারাসমূহ এবং 'The Protection and Conservation of Fish Rules, 1985';

২.১২ **'সুফলভোগী'** অর্থ সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের নিকটবর্তী বা চতুষ্পার্শ্বের এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং জেলে/ মৎস্যজীবী ও তাদের পরিবার যাদের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে উক্ত জলাশয় হতে মাছ আহরণের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল;

২.১৩ **'কমিটি'** অর্থ এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গঠিত বিভিন্ন কমিটি;

২.১৪ **'মহাপরিচালক'** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক;

২.১৫ **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক বা তাঁর দ্বারা দায়িত্বপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্মকর্তা; এবং

২.১৬ **'সরকার'** অর্থ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

৩.০ **মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

৩.১ **লক্ষ্য:**

দেশীয় প্রজাতির মাছ ও অন্যান্য জলজ জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি।

৩.২ **উদ্দেশ্য:**

৩.২.১ দেশীয় প্রজাতি মাছের নিরাপদ প্রজনন ও আবাসস্থল নিশ্চিত করা;

৩.২.২ জলাশয়ে মৎস্যের টেকসই উৎপাদন অব্যাহত রাখা;

৩.২.৩ মৎস্যের প্রজাতিগত ও কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা;

৩.২.৪ অনুকূল জলজ পরিবেশ ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করা;

৩.২.৫ সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ করা এবং কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; এবং

৩.২.৬ বিলুপ্তপ্রায় বা সংকটাপন্ন মৎস্যসহ অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজননের জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪.০ **আইনগত ভিত্তি:**

'The Protection and Conservation of Fish Act. 1950' এর সংশোধিত অধ্যাদেশ 2025 এর section 3 এর sub-section 3 এর clause (h) আইনের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

৫.০ **প্রয়োগক্ষেত্র:**

এই নির্দেশিকা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সকল মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১ম অংশ

(মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/ঘোষণা)

৬.০ **মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব:**

মৎস্য অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ/ স্থানীয় প্রশাসন/ অন্যান্য সংস্থা হতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে ।

৭.০ **প্রস্তাবিত মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:**

৭.১ মৎস্য অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নদী বা নদীর অংশবিশেষ, মরানদী/ নদীর কুম/ কোল/ ডোয়ার, খাল, ছড়া, বিল, হাওর, বাঁওড়, হ্রদ, প্লাবনভূমি বা প্লাবনভূমির অন্তর্গত জলাশয়ের গভীরতম অংশ বা প্রজনন উপযোগী অন্য যে-কোনো স্থানকে বিবেচনা কর' যাবে, যেখানে -

ক) মাছের প্রজনন ও বিচরণ উপযোগী গভীরতায় সারা বছর পানি থাকে;

(খ) বিভিন্ন প্রজাতির প্রজননক্ষম মাছের বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র এবং মাছের রেণু/ পোনা/ আঙ্গুলে পোনা/ চারা পোনার (Spawn/ Fry/ Fingerling/ Juvenile) লালনক্ষেত্র (Nursery Ground) হিসেবে ব্যবহৃত হয়;

(গ) ক্ষেত্র বিশেষে স্রোতশীল/ প্রবহমান নদীর অংশবিশেষ যা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজননক্ষেত্র (Breeding Ground) ও লালনক্ষেত্র (Nursery Ground) হিসেবে চিহ্নিত;

৭.২ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের পূর্বে স্থানীয় মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শনপূর্বক স্থানীয় জনসাধারণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের আলোকে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study), পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং জলবায়ুর প্রভাব (Environmental, Economic and Climate Impact Assessment) বিবেচনাসহ 'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম

ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক প্রাক-জরিপপূর্বক (Pre Survey) পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭.৩ অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে জলাশয়ের প্রকৃতি ও প্রতিবেশ, পলি জমার প্রবণতা, কৃষি জমিতে পানির ব্যবহার, জলাশয়ে নৌ চলাচল পথ বা ফেরিঘাটের অবস্থান, পানি দূষণের উৎস্যস্থল (যদি থাকে) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় রাখতে হবে;

৭.৪ অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকায়নের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে; এবং

৭.৫ অভয়াশ্রমের স্থান নির্বাচনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জলাশয় সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনাপত্তি পত্র (NOC) গ্রহণ করতে হবে।

৮.০ মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ:

৮.১ জলাশয়ের উপযোগিতা, অবস্থান, আয়তন, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, মাছের প্রজাতি ও তাদের জীবনচক্র এবং অর্থের সংস্থান ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জলাশয়ে স্থাপিত অভয়াশ্রমের আয়তন নির্ধারণ করা যাবে;

৮.২ মৎস্য অভয়াশ্রমের আয়তন ও সীমানা সুনির্দিষ্ট থাকবে। স্থাপিত অভয়াশ্রমের চারদিকে লাল পতাকা প্রদর্শন করে সীমানা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৯.০ মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণার প্রক্রিয়া:

৯.১ 'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক নির্দেশিকার ৭ ও ৮ অনুচ্ছেদ অনুসরণপূর্বক প্রস্তাবিত অভয়াশ্রমের স্থান ও আয়তন নির্ধারণের নিমিত্ত অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভা ;

৯.২ 'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক অংশীজন সভার সিদ্ধান্তসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত মৎস্য অভয়াশ্রমের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনাপত্তি পত্র সহ প্রেরণ);

৯.৩ মৎস্য অধিদপ্তর প্রাপ্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই পূর্বক মতামতসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

৯.৪ গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান ;

৯.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনাক্রমে প্রস্তাবিত মৎস্য অভয়াশ্রম বিষয়ে ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে খসড়া এস.আর.ও জারী ; এবং

৯.৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণার নিমিত্ত গেজেট প্রকাশ ।

২য় অংশ

(মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা)

১০.০ **মৎস্য অভয়াশ্রমের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/ খনন/ সংস্কার:**

১০.১ মৎস্য অভয়াশ্রম নির্মাণ/প্রতিষ্ঠায় স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় এমন সহজলভ্য (বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি, গাছের ডালপালা, গাছের গুঁড়ি, কাঠ, পাটের দড়ি), টেকসই ও কার্যকর এবং অন্যান্য পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে;

১০.২ পলি জমে জলাশয় যেন ভরাট না হয় সেই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। অভয়াশ্রমকে টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয়তার নিরিখে খনন/ সংস্কার করা যাবে ;

১০.৩ প্রবহমান নদীর ক্ষেত্রে নৌ চলাচল বা নদীর নাব্যতায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করে সীমানা চিহ্নিতকরণপূর্বক অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এবং

১০.৪ অভয়াশ্রমের উপযুক্ত স্থানে সাইনবোর্ড/ বিলবোর্ড স্থাপন করতে হবে।

১১.০ **মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কমিটিসমূহ:**

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও সমন্বয়ের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ৩ (তিন)টি কমিটি থাকবে।

১১.১ **মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি:**

মৎস্য অভয়াশ্রমের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার জন্য অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী স্থানীয় সুফলভোগী জনগোষ্ঠী, মৎস্যজীবী/ জেলে ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সমাজভিত্তিক সংগঠনের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে;

'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠনে নিম্নোক্ত নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে :

(ক) সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের তীরবর্তী/ পার্শ্ববর্তী এলাকার মৎস্যজীবী/ জেলে ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়ে উপজেলা মৎস্য অফিস 'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা' কমিটি গঠন করবেন;

(খ) অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী/জেলেসহ সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর বা সমাজভিত্তিক সংগঠনের (যদি থাকে) সদস্যদের সমন্বয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুফলভোগী/ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে 'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠিত হবে;

(গ) 'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদিত হতে হবে;

(ঘ) মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি'তে মোট সদস্য সংখ্যার কমপক্ষে ৩০% নারী প্রতিনিধিত্ব থাকবে;

(ঙ) মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের সুফলভোগীদের

অবহিত করতে হবে; এবং

(চ) প্রয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে মৎস্য 'অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি' পুনর্গঠন করা যাবে।

(ছ) 'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি'র রূপরেখা:

প্রতিটি মৎস্য অভয়াশ্রমে একটি করে 'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা' নামে একটি কমিটি থাকবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলার সিনিয়র উপজেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কমিটি গঠিত হবে এবং কমিটি'র রূপরেখা হবে নিম্নরূপ:

(ক)	সভাপতি	১ জন	কমিটি'র সকল সদস্য জেলে/ মৎস্যজীবী পরিবারের সদস্য হতে হবে।
(খ)	সহ-সভাপতি	২ জন (তন্মধ্যে নারী ০১ জন)	
(গ)	সাধারণ সম্পাদক	১ জন	
(ঘ)	যুগ্ম সম্পাদক	২ জন (কমপক্ষে ০১ জন নারী)	
(ঙ)	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন	
(চ)	কোষাধ্যক্ষ	১ জন	
(ছ)	সদস্য	৭ -৯ জন (কমপক্ষে দুই জন নারী)	
	মোট =	১৫ - ১৭ জন	

দ্রষ্টব্য : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সুফলভোগী সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। কোনো পদে মোট পদসংখ্যার তুলনায় অধিক সংখ্যক আগ্রহী প্রার্থী থাকলে সরাসরি গোপন ব্যালটে নির্বাচনের মাধ্যমে পদসমূহ পূরণ করতে হবে।

১১.১.১ **কমিটি'র কার্যপরিধি:**

(১) অভয়াশ্রমের স্থান চিহ্নিতকরণ, সুষ্ঠুভাবে স্থাপন, সংস্কারসহ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবে;

(২) মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা/পাহারা নিশ্চিতকরণ;

(৩) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, যা 'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হবে;

(৪) অভয়াশ্রমের সীমানার অভ্যন্তরে সুফলভোগীসহ সকলকে মৎস্য বা যে কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ হতে বিরত রাখা;

(৫) অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি দেখা দিলে তা নিরসন করা। প্রয়োজনে সমস্যা সমাধানের জন্য 'উপজেলা অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি'-তে প্রেরণ;

(৬) অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, সুফলভোগীদের ব্যবহারের জন্য সরবরাহকৃত

উপকরণাদি রক্ষণাবেক্ষণ;

(৭) মৎস্য আইনের বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন এবং এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(৮) অভয়াশ্রমে বিদ্যমান মাছের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জলজ জীবের প্রাচুর্য সম্পর্কিত কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য দপ্তরকে অবহিতকরণ;

(৯) মৎস্য আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং অভয়াশ্রম সংরক্ষণের মাধ্যমে মাছের মজুত ও বংশবৃদ্ধিসহ মাছের প্রজাতি যাতে হুমকির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিতকরণ;

(১০) প্রতি ৩ (তিন) মাসে ন্যূনতম একবার কমিটি'র সভা আয়োজন; এবং

(১১) মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন কমিটি'র সভাপতি কর্তৃক সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।

১১.২ **'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র রূপরেখা:**

প্রতিটি উপজেলায় 'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে এবং কমিটির রূপরেখা হবে নিম্নরূপ:

(ক)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(খ)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(গ)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(ঘ)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(ঙ)	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ০১ জন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(চ)	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(ছ)	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
(জ)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(ঝ)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(ঞ)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ০১ জন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(ট)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	সদস্য
(ঠ)	এনজিও প্রতিনিধি – ০১ জন (প্রতিষ্ঠান / ব্যাক্তি) (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ড)	সংশ্লিষ্ট মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি 'র সভাপতি	সদস্য
(ণ)	সিনিয়র উপজেলা /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

কমিটি'র কার্যপরিধি:

১১.২.১ (১) মৎস্য অভয়াশ্রম ও সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও সরকারি

নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(২) অভয়াশ্রম ও বাফার জোনের আয়তন নির্ধারণে সহায়তা প্রদান;

(৩) মৎস্য অভয়াশ্রম সুষ্ঠুভাবে স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে কার্যক্রম সম্পাদন;

(৪)'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি'এর অনুমোদন প্রদান;

(৫) মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(৬) অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা/ সুপারিশ প্রদান;

(৭) অভয়াশ্রম স্থাপন/ ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কি না তা তদারকিকরণ;

(৮) 'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি'- তে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৯) মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

(১০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান অভয়াশ্রম বাতিল, স্থানান্তর ও আয়তন পুনঃনির্ধারণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা নিরসনে 'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' তে প্রেরণ; এবং

(১১) দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মতামত গ্রহণ।

১১.৩ **'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র রূপরেখা:**

প্রতিটি জেলায় 'জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' নামে একটি কমিটি থাকবে এবং কমিটির রূপরেখা হবে নিম্নরূপ:

(ক)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(খ)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(গ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(ঘ)	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(ঙ)	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(চ)	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ০১ জন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
(ছ)	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(জ)	জেলা সমবায় অফিসার	সদস্য
(ঝ)	উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র সভাপতি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) / মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঞ)	এনজিও প্রতিনিধি - ০১ (ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান) (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(ট)	মৎস্যজীবী প্রতিনিধি -০১ জন (জেলা মৎস্য কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

১৪.১০ মৎস্য অভয়াশ্রম হতে মৎস্য আহরণ বন্ধে 'The Protection and Conservation of Fish Act, 1950' ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন/ বিধিমালা প্রয়োগ করা যাবে;

১৪.১১ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এর ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে;

১৪.১২ অভয়াশ্রমে সর্বসাধারণের অনুপ্রবেশসহ ট্যুরিজমের ওপর নিয়ন্ত্রিত / নিষেধাজ্ঞা থাকবে; এবং

১৪.১৩ অন্যান্য সংস্থার আওতাধীন জলাশয়ে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে।

১৫.০ অভয়াশ্রমের বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) সংরক্ষণ:

১৫.১ অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণাদি অবশ্যই পরিবেশবান্ধব হবে। অভয়াশ্রম স্থাপনে এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ বা এমন কোনো সামগ্রী ব্যবহার করা যাবে না যা সামগ্রিক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হয়;

১৫.২ অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের আশেপাশের কৃষি জমিতে ক্ষতিকর কোন কীটনাশক বা বালাইনাশক ব্যবহার করা যাবে না ;

১৫.৩ জলাশয়ে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রেখে জলজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কর্তৃপক্ষ অন্যরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে অভয়াশ্রম হতে পানি নিষ্কাশন করা যাবে না;

১৫.৪ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল এবং জলজ পরিবেশ সংরক্ষণে জলাশয়ে যেকোনো ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে;

১৫.৫ অভয়াশ্রমকে যাবতীয় দূষণ হতে সুরক্ষিত রাখতে হবে এবং পানির গুণাগুণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে; এবং

১৫.৬ অভয়াশ্রমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর-এর অনুমতি সাপেক্ষে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

১৬.০ মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সমতা:

১৬.১ অভয়াশ্রম স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ইত্যাদি প্রতিটি পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৬.২ অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে মৎস্য আহরণে সাময়িক বঞ্চিত হওয়া মৎস্যজীবী বা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচীর আওতায় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

১৭.০ মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম তত্ত্বাবধান:

(ক) মৎস্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রধান কর্মকর্তাগণ :

(১) সংশ্লিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলার মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করবে;

(২) মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পর্যবেক্ষণ ও সরেজমিনে পরিদর্শন করবে এবং সুষ্ঠুভাবে মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে; এবং

(ঠ)	সিনিয়র /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)	সদস্য
(ড)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

১১.৩.১ **কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।**

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) প্রস্তাবিত মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং কমিটি 'র সদস্য সচিব কর্তৃক প্রতিবেদন মৎস্য অধিদপ্তরে প্রেরণ ;

(২) মৎস্য অভয়াশ্রম ও সংশ্লিষ্ট জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(৩) উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি'র কার্যক্রম পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(৪) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, প্রয়োজন সাপেক্ষে যে-কোনো ধরনের প্রচারপত্র/ সার্কুলার জারির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) মৎস্য অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও তদারকীকরণ;

(৬) মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা/ সুপারিশ প্রদান; এবং

(৭) এতদসংক্রান্ত কোনো দ্বন্দ্বের উদ্ভব হলে তা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২.০ **মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/খনন/সংস্কার ব্যয় সংক্রান্ত নির্দেশাবলীঃ**

১২.১ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/ খনন/ সংস্কার ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের ব্যয় অভয়াশ্রমের আয়তন, ধরন ও ব্যবহৃত উপকরণের ওপর ভিত্তি করে 'উপজেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

১২.২ সরকারের পরিচালন/ উন্নয়ন খাত বা অন্যান্য তহবিল হতে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন/ খনন/ সংস্কার ও ব্যবস্থাপনায় অর্থ ব্যয় হবে;

১২.৩ অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্যক্ষেত্রে আবর্তক তহবিল (Revolving Fund) বা আয়বর্ধক তহবিল (Endowment Fund) এর ব্যবস্থা করা যাবে অথবা অন্য কোনো উৎস হতে অর্থের সংস্থান করা যাবে;

১২.৪ প্রকল্পের অর্থায়নে স্থাপিত অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন খাত হতে পরিচালনা করা যাবে; এবং

১২.৫ প্রকল্প সমাপ্তির পরে সংশ্লিষ্ট 'মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা কমিটি' অথবা মৎস্যজীবী/ সমাজভিত্তিক সংগঠনের নিজস্ব অর্থে বা সরকারি তহবিলের সহায়তায় অথবা অন্য কোনো উৎস হতে অর্থের সংস্থান করে অভয়াশ্রম

রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান রাখা যাবে।

১৩.০ **উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা:** স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে -

১৩.১ মৎস্য অভয়াশ্রমের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভয়াশ্রম সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী/ জেলে, জনসাধারণ ও অন্যান্য অংশীজনের সমন্বয়ে আলোচনা/ উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা যাবে;

১৩.২ মৎস্য অভয়াশ্রম বিষয়ে জনবহুল স্থান যেমন স্থানীয় হাট-বাজার, জেলেপাড়া, পাড়া-মহল্লা ইত্যাদিতে ব্যাপক মাইকিং, পোস্টারিং, প্রচারপত্র বিতরণের মাধ্যমে কার্যকরী প্রচারণা চালানো যাবে;

১৩.৩ প্রযোজ্যক্ষেত্রে সাইনবোর্ড/ বিলবোর্ড স্থাপনসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে; এবং

১৩.৪ গণমাধ্যমে অভয়াশ্রম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান, আলোচনা, প্রিন্ট মিডিয়াতে লেখা এবং ডকুমেন্টরী প্রচার করা যাবে।

১৪.০ **মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনিক নির্দেশনা:**

১৪.১ সরকার অন্যরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে অভয়াশ্রমে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। প্রয়োজনে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে মেয়াদকাল উল্লেখপূর্বক মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে;

১৪.২ অভয়াশ্রম একাধিক উপজেলা/ জেলায় অবস্থিত হলে অভয়াশ্রমের বেশিরভাগ অংশ যে উপজেলা/ জেলার আওতাধীন থাকবে সে 'উপজেলা/ জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি' অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তবে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য 'উপজেলা/ জেলা মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ কমিটি'-কে অবহিত করতে হবে;

১৪.৩ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অভয়াশ্রমের সংস্কার/ পুনঃখনন করা যাবে;

১৪.৪ কার্যকরী ব্যবস্থাপনার জন্য অভয়াশ্রম সংলগ্ন খাস জলাশয়/ জলমহাল, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনায় জড়িত সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সমিতি/ সমাজভিত্তিক সংগঠনের অনুকূলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করা যাবে;

১৪.৫ স্থানীয়ভাবে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ অন্য কোনো প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগ্রহ করে বা প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত প্রজননক্ষম (ব্রুড) মাছ থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা অভয়াশ্রমে অবমুক্ত করা যাবে;

১৪.৬ আয়তনের ওপর ভিত্তি করে একটি জলাশয়ে একাধিক অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;

১৪.৭ সরকারি খাস, ইজারাধীন, ইজারামুক্ত এরূপ উপযুক্ত যেকোনো জলাশয়ে/ জলমহালে অভয়াশ্রম স্থাপন করা যাবে;

১৪.৮ ইজারাকৃত উপযুক্ত জলমহালের মোট জলায়তনের কমপক্ষে ৩% অথবা ০.৫ হেক্টর এলাকা, যা অধিক, তা মৎস্য অভয়াশ্রমের জন্য সংরক্ষণ যাবে;

১৪.৯ অভয়াশ্রমের মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব আহরণ ও উপকরণ চুরি রোধে গার্ডসেড নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌকা/ ইঞ্জিন চালিত নৌকার সংস্থান, শ্রমিক ও পাহারাদার নিযুক্ত করা যাবে;

(৩) পরিচালক, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, চাহিদা মাফিক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ছক অনুসরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগের একীভূত প্রতিবেদন মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করবেন।

খ) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য অভয়াশ্রমসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন ।

১৮.০ **বিবিধ:**

১৮.১ এ নির্দেশিকার পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধনের যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করবে এবং অনুরূপ সিদ্ধান্ত আদেশ আকারে জারি করতে পারবে;

১৮.২ এরূপ জারিকৃত আদেশ উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্ত নির্দেশিকার অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এই উপ-অনুচ্ছেদের সংশোধনী অন্তর্ভুক্তের পূর্বে সরকার কোনো সংশোধন আনলে তা এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আনা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে;

১৮.৩ এ নির্দেশিকায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে; তা তথ্যসূত্রে উল্লেখ রয়েছে এবং

১৮.৪ এ নির্দেশিকার কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা সরকার আদেশ জারির মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করতে পারবে এবং সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১। 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি -২০০৯' ।

২। 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯'।

৩। 'পোনা মাছ অবমুক্ত নির্দেশিকা -২০২৩'

৪। 'জলমহালে (প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়) খাঁচায় মৎস্যচাষ নীতি, ২০১৯'।

৫। 'The Protection and Conservation of Fish Act, 1950'' এবং Protection and Conservation of Fish (Amendment) Ordinance, 2025 ' এবং

৬। 'The Protection and Conservation of Fish Rules, 1985'।

ইসরাফিত আরা নিশু
সহকারী পরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন,
রমনা, ঢাকা।

বরুন চন্দ্র বিশ্বাস
উপপরিচালক (মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ)
ক্যাডার আইডি নং-০০২৫৪
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

২০/০২/২০২৬
ছাইদা আক্তার পরাগ
উপসচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৩/১২/২৬
আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার